দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 15 FEB 2007
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

গা-ঢাকা দিয়েছে চট্টগ্রামের শতাধিক ছাত্র নেতা ।। মোবাইল ফোনও লক

।। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংবাদদাতা ।।

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর পরিচালিত যৌথবাহিনীর অভিযানের পর চট্টগ্রামের মাঠ কাঁপানো বিভিন্ন ছাত্র-সংগঠনের প্রায় শতাধিক নেতা গা-ঢাকা দিয়েছে। মহানগর, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন কলেজে নেতৃত্বদানকারী উক্ত ছাত্রনেতাদের এখন আর সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোতে দেখা যায় না। গ্রেফতার এড়াতে সবাই লক করে দিয়েছে ব্যক্তিগত মোবাইল ফোন। এছাড়া মূল দলের মহানগর নেতৃবৃন্দও খুব একটা খোঁজখবর রাখছেন না ছাত্রনেতাদের। তবে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার ফলে ছাত্রদল, ছাত্রলীগের চেয়ে আভ্যন্তরীণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে শিবির। এরই মধ্যে তারা কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের পর চট্টগ্রাম মহানগরী, বিশ্ববিদ্যালয় ও নগরীর কলেজগুলোর কমিটি গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ফেলেছে বলে একটি সূত্র জানিয়েছে।

গত ১০ জানুয়ারি দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর দেশব্যাপী সন্ত্রাস বিরোধী অভিযান শুরু করে যৌথবাহিনী। এই অভিযান শুরুর কয়েকদিনের মধ্যেই মহানগর ছাত্রদলের স্থগিত কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ প্রায় দুইডজন নেতা হঠাৎ উধাও হয়ে যায়। এরপর থেকে এদের আর কাজীর দেউড়ি এলাকায় অবস্থিত মহানগর অফিসে দেখা যায়নি। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি জোট সরকার ক্ষমতা থেকে বিদায় নেয়ার পর থেকে ক্যাম্পাসে অনুপস্থিত। এছাড়া ছাত্রদলের থাকা নগরীর একমাত্র কলেজ পাহাড়তলী ডিগ্রি কলেজ এবং পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে নেতারা যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। এছাড়া মহানগর কমিটির নগরীর প্রায় প্রতিটি ওয়ার্ড সভাপতি ও সেক্রেটারি যাদের নামে বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে তারাও বর্তমানে আত্মগোপন করে আছেন।

চট্টগ্রামের ছাত্রদল মূলত সাবেক মন্ত্রী আবদুল্লাহ আল নোমান ও

(১৩শ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

গা-ঢাকা দিয়েছে

(৪র্থ পৃঃ পর)

সাবেক প্রতিমন্ত্রী মীর নাসির এই দুই গ্রুপে বিভক্ত। ইতিমধ্যে মীর নাছির ও নোমান গ্রুপের দস্তগীর চৌধুরী গ্রেফতার হওয়ার পর এতদিন যারা প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করত তাদের অধিকাংশই এখন পলাতক রয়েছে।

ছাত্রদলের পাশাপাশি যৌথ বাহিনীর অভিযানের পর ছাত্রলীগের প্রায় অর্ধ শতাধিক নেতাকর্মী আত্মগোপন করেছে। ইতিমধ্যেই নগর ছাত্রলীগের সহ সভাপতি জাবেদ গ্রেফতার হওয়ার পর গ্রেফতার এড়াতে নগর ও কলেজ কমিটির শীর্ষ নেতারা এবং কলেজ ছাত্র সংসদগুলোর ভিপিজিএসসহ অধিকাংশ নেতা-কর্মী গা-ঢাকা দিয়েছে। নগরীর দারুল ফজল মার্কেটস্থ মহানগর ছাত্রলীগ কার্যালয়ে শীর্ষ নেতাদের আসা-যাওয়া নেই বললেই চলে।

এদিকে বড় দুই ছাত্র সংগঠনের পাশাপাশি ছাত্র-শিবিরের কয়েকজন নেতা প্রকাশ্যে চলাফেরা করা কমিয়ে দিলেও রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার সুযোগ নিয়েছে তারা। ৩১ জানুয়ারি শিবিরের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করার পর ৭ ফেব্রুয়ারি শিবিরের চট্টগ্রাম মহানগরও বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি গঠন করা হয় বলে একাধিক সূত্রে জানিয়েছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে আগের মত দাপটের আচরণ নেই শিবিরের। নগরীর চকবাজার, চট্টগ্রাম ও মহসিন কলেজ এলাকায় শিবির নেতাদের আনাগোনা দেখা যায়।